দৈনিক ইত্তেফাক
090
তারিখ ... 04 APR 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট

অনেক ধৈর্য ও অপেক্ষা এবং অশেষ ভোগান্তির পর অবশেষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস চলতি বছরের ২৯ মার্চ থেকে শুরু হলো। ভর্তি হওয়ার পর দীর্ঘ ১৫টি মাস চলে গেলো কোন প্রকার ক্লাস ছাড়াই। দেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ বুয়েট। কারণ দেশের মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী এখানে পড়াশুনার সুযোগ পায়। তাছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান দেশের বাইরের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়েও উন্নততর। এদিক থেকে বুয়েট অনেক কৃতিত্বের অধিকারী। এশিয়ার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এটি তৃতীয় স্থানে। যার ফলশ্রুতিতে দেশের বাইরে থেকেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য আসে। সে অহংকারে আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত।

কিন্তু যখন মনে পড়ে, '৮৫-৮৬ইং শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হলো ১৯৮৭-এর মার্চে তখন সকল অহংকার চূর্ণ হয়ে যায়। এত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তি হয়েও ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয় এক বছর পর্যন্ত। একজন ছাত্রের জীবনে তার চেয়ে চরম বঞ্চনা আর কি হতে পারে? এতে একজন ছাত্রের পাস করে বেরুতে বেরুতে ফুরিয়ে যায় তার চাকরির সময়সীমা।

এইতো আমাদের শিক্ষাঙ্গন। এইতো আমাদের শিক্ষা জীবন। পক্ষান্তরে যারা '৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে মেডিকেল কলেজে ক্লাস করতে শুরু করেছে তারা এতদিনে ২য়বর্ষে পা রেখেছে। আর এখানে সবে শুরু। অন্যদিকে প্রকৌশল কলেজসমূহ যারা বর্তমানে বিআইটি (বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি) নাম ধারণ করেছে তারাও '৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের কোর্স দুই-তৃতীয়াংশ সম্পন্ন করেছে। তাছাড়া দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও '৮৫-৮৬ ইং শিক্ষাবর্ষের ক্লাস অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দেরি কেন? শোনা যায়, এখানে এক সেশন শেষ করে পরবর্তী সেশন শুরু করা হয়। গত '৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছিল '৮৬-এর ফেব্রুয়ারীতে। শেষ হয়েছে '৮৭-এর মার্চে। আর '৮৫-৮৬ ইং সেশন নিশ্চয় শেষ হবে '৮৮-এর মার্চ-এপ্রিলে। পরবর্তী সেশন হয়ত শুরুই হবে '৮৮-এর মে-জুনে। শিক্ষাবর্ষ যদি এভাবে পিছাতে থাকে তবে ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদের অবস্থা কি হবে? নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কি শিক্ষাবর্ষ শেষ করা যায় না? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি দুই শিক্ষাবর্ষ একসাথে শুরু করে অথবা অন্যকোন বিকল্প পদ্ধতিতে এ সেশন জট নিরসন করতে পারেন না?

—মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার।